সমকাল

তারিখ ... 27 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৭...

তড়িঘড়ি করে দেখা হয় পাবলিক পরীক্ষার খাতা

■ সাব্বির নেওয়াজ

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার বাড়ৈখালি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক জসীম উদ্দিন টুটুলকে চলমান এসএসসি পরীক্ষার বাংলা দ্বিতীয়পত্রের ৪০০ খাতা মূল্যায়নের জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে দেওয়া হয় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি। এ জন্য তাকে সময় দেওয়া হয় মাত্র ১৪ দিন। তিনি নির্ধারিত সময়েই খাতা দেখে ৪ মার্চ প্রধান পরীক্ষকের কাছে জমা দিয়েছেন।

জসীম উদ্দিন টুটুলের মতোই সারাদেশের সব শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষকদের অবস্থা একই। ৪০০ খাতা মূল্যায়নে তারা সময় পান মাত্র ১৪ দিন। আর ৩০০ খাতা দেখার জন্য সময় মাত্র ১২ দিন। এ সময়ের মধ্যে খাতা দেখে তাদের শেষ করতে হয়। গড়ে প্রতিদিন তাদের খাতা দেখতে হয় ২৯টি করে। পরীক্ষকরা বলছেন, একদিনে ২৯টি খাতা দেখা হয়তো তেমন কঠিন নয়। তবে মনে রাখতে হবে, শিক্ষকরা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষার হলে গিয়ে ডিউটি দেন, নিজ বিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে দিন শেষে ক্লান্ত অবস্থায় বাড়িতে আসেন। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

তড়িঘড়ি করে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

সন্ধ্যার পর তারা খাতা দেখেন। সকালে আবারও বিদ্যালয়ে ছোটেন। নিজ চাকরির পাশাপাশি খাতা দেখার কাজটি করতে হয় বলে দিনে ২৯টি খাতা দেখতে গিয়ে তাদের তড়িঘড়ি করতে হয়। এতে প্রতিটি খাতার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া কঠিন। সমকালের সঙ্গে আলাপকালে রাজধানীর বেশ কয়েকজন পরীক্ষক বলেন, বাংলা, ধর্ম, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এমন কিছু বিষয়ের খাতা হয়তো দিনে ৩০টি দেখা সম্ভব। তবে ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, উচ্চতর গণিত, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞানসহ কয়েকটি কঠিন বিষয়ের খাতা একটু সময় নিয়েই সতর্কতার সঙ্গে দেখতে হয়। তা ছাড়া সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্ন চালু হওয়ায় শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু বুঝে লিখেছে কি-না তাও শিক্ষককে অনুধাবন করে নম্বর দিতে হয়।

যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার নারিকেলবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক খোদেজা আজম বলেন, পরীক্ষকদের খাতা দেখার জন্য অন্তত এক মাস সময় দেওয়া উচিত। রাজধানীর মিরপুরের জান্নাত একাডেমি হাইস্কুলের শিক্ষক ও ঢাকা বোর্ডের ইংরেজি বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক নজরুল ইসলাম রনি বলেন, পরীক্ষকদের সম্মানী না বাড়ালে খাতা মূল্যায়নের মান বাড়বে না।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ সমকালকে বলেন, ১০০ নম্বর পূর্ণমানের প্রতিটি খাতা দেখার জন্য একজন পরীক্ষক ২০ টাকা পান। আর ৫০ নম্বর পূর্ণমানের খাতা দেখার সম্মানী ১৪ টাকা। প্রত্যেক শিক্ষক বোর্ডে যাতায়াতের ভাড়া পান ৪০০ টাকা। এ টাকা বাড়ানো উচিত।

কয়েকজন পরীক্ষক জানান, কোনো বিষয়ে পরীক্ষা শেষ হওয়ার দু'দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকদের ৪০০ উত্তরপত্র দিয়ে বলা হয়– তা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মূল্যায়ন করে প্রধান পরীক্ষকের কাছে জমা দিতে। এই সময়ের মধ্যে জমা না দিলে তিনি পারিশ্রমিক পাবেন না। তাকে কালো তালিকাভুক্তও করা হবে। শিক্ষকরা জানান, বোর্ডের চাপের কারণে তারা প্রকৃতপক্ষেই তড়িঘড়ি করে খাতা দেখেন। পৃষ্ঠাভর্তি লেখা থাকলেই 'নম্বর' দিতে বাধ্য হন তারা। শিক্ষার্থী উত্তরের অংশে কী লিখল-না লিখল তা যাচাই করা হয় না।

জানা গেছে, পরীক্ষা শেষের ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ জন্য সব শিক্ষা বোর্ড আগামী ২০ মের মধ্যে চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার টার্গেট হাতে নিয়েছে।